বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের অলৌকিকতা ও অস্বাভাবিকতা।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার,

দ্বিতীয় বর্ষ—সাহিত্য বিভাগ।

বঙ্কিম সাহিত্যের বিরোধী এক সম্প্রদায় সমালোচক বলিয়া থাকেন যে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের অনেকগুলি চরিত্র অস্বাভাবিক। তাঁহারা যে যে চরিত্রকে ভিত্তি করিয়া বঙ্কিমবাবুর এই অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার দুই একটী উদাহরণ দেখানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কেহ কেহ বলেন আনন্দমঠে শান্তির নবীনানন্দ রূপে সন্তান সম্প্রদায়ে মিশিয়া অন্য পুরুষের সাথে কথাবার্ত্তা বা ব্যবহার নিতান্ত স্বভাব বিরুদ্ধ। হিন্দুরমণী সচরাচর এরূপ করে না।

তাঁদের এই অযৌক্তিক সমালোচনার বিরুদ্ধে আমরা বলিতে পারি, শান্তির মত চরিত্রের মেয়ের পক্ষে পর পুরুষের সাথে ঐ অবাধ মেলামেশা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। যে সমস্ত পারিপার্শ্বিকের সাহচর্য্যে শান্তি তার বাল্য কৈশোরকে অতিক্রম করিয়া যৌবনের পথে অগ্রসর হইয়াছিল, পরিপূর্ণ যৌবনের নারীত্বের পূর্ণ সলজ্জতার ভিতরেও সে বাল্য কৈশোরের স্মৃতি ভুলিতে পারে নাই। পুরুষের ভিতর দিয়া পুরুষের আচার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতির অনুকরণ করিয়াই তাহার জীবনের প্রথম শিক্ষা। যৌবনে পতিপ্রাণা শান্তি যে স্বামীর সহধর্ম্মিণী হওয়ার আশাতেই স্বামীর ধর্ম্মের অনুকরণ করিতে গিয়া সন্তান সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিল আমরা অনায়াসেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। শান্তির কার্য্যকলাপ অস্বাভাবিক মোটেই নয় তবে হিন্দু সমাজের বিচারে তার চরিত্র অসামাজিক। কিন্তু সমাজ নিয়ে ত সে কোনদিনই মাথা ঘামায় নাই। সুতরাং তাহার চরিত্রে যে দোষই যিনি দেখান তাহার চরিত্রকে অসামঞ্জস্যকর করিয়া বঙ্কিমবাবু তাহাকে অঙ্কন করেন নাই। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি এই উপন্যাস লিখিতে লেখনী ধরিয়াছিলেন তাহা সমাজ বিশেষের উপকারের জন্য নয়, সমস্ত লোকের যাহাতে উপকার হয় তাহাই তিনি করিতে গিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস এই চরিত্র অঙ্কনে বঙ্কিমবাবুর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই। সুতরাং অসামাজিকতার প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে না।

কেহ বলেন হিন্দুঘরের স্ত্রীলোক হইয়া সূর্য্যমুখীর নিশীথে ঘরের বাহির হওয়া উচিত হয় নাই। স্বীকার করি, এইখানে সূর্য্যমুখীর অভিযান সম্পূর্ণ অসামাজিক হইয়াছে। কিন্তু সূর্য্যমুখীকে ঘরের বাহির করিয়া লেখক তাঁহার উপন্যাসে যে শিহরণের সাড়া জাগাইতে

চাহিয়াছিলেন, সূর্য্যমুখীর দ্বারা যে উদ্দেশ্য সফল করাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহার কণামাত্রও বিফল হয় নাই।

প্রতাপের প্রেমে পাগল শৈবলিনীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে ফুটাইয়া তুলিতে গিয়াই লেখক ফষ্টরের সঙ্গে শৈবলিনীকে ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। এরূপ না করিলে প্রতাপের চরিত্র শৈবলিনীর পাশে এতটা পরিস্ফুট হইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

অস্বাভাবিকতা আর অসামাজিকতা সম্পূর্ণ আলাদা। সমাজ বিশেষের মতের বিরুদ্ধে ত লেখক কলম ধরেন নাই। তাঁহার উপন্যাসে চিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া তিনি যদি কোন সমাজের উপর কিছু কটাক্ষ সত্যই করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহাকে সম্পূর্ণ দোষী না করাই ভাল। তবে অনৈসর্গিকতা নিন্দনীয়। কিন্তু যে চিত্র দেখাইয়া তিনি সার্ব্বজনীন মঙ্গলের পথ দেখাইয়াছেন সেখানে কণামাত্র অস্বাভাবিকতা, আশা করি ক্ষমার্হ।

স্বপ্নে অস্বাভাবিক, অলৌকিক কিছুই নাই। বহিশ্চৈতন্য যে সমস্ত চিন্তা লইয়া সম্পূর্ণ মগ্ন হইয়া থাকে নিদ্রায় তাহারই একটা রেখা পাত হয়। স্বপ্ন আর কিছুই নয় বাস্তবেরই রূপান্তর মাত্র। Mecbeth জাগিয়াই দেখিতে পাইয়াছিল dagger খানা Duncanএর প্রকোষ্ঠের দিকে তাকে যাইতে ইঙ্গিত করিতেছে। মানসিক বিপ্লবের মধ্যে এইরূপ দৃশ্য দেখা ত স্বাভাবিক।

কপালকুণ্ডলা স্বপ্নে যে ভীমকান্ত শ্রীময় এক ব্রাহ্মণ বেশধারীকে দেখিয়াছিল, সে আর কেহই নহে ব্রাহ্মণবেশধারী পদ্মাবতী, আর জটাজুটধারী প্রকাণ্ডাকার পুরুষ কাপালিক। কপালকুণ্ডলা স্বপ্নে দেখিল যে সে মেঘ মেদুর রাত্রের ঘন অন্ধকারে নীল সাগরে ডুবিল। আর ডুবাইল কে জটাজুটধারী আর ভীমকান্ত শ্রীময় উভয়ে। কপালকুণ্ডলার জীবন নাট্যের যবনিকা যে টানা হইয়াছিল এরা দুজনেই তাহার নিয়ন্তা।

যে পরিপার্শ্বিকের ভিতর দিয়া কাপালিক দীর্ঘ দিন কাটাইয়া আসিয়াছে, সেই সংস্কারের ফলস্বরূপ স্বপ্নে দেবীর দর্শন। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে—কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন বা কাপালিকের স্বপ্ন অনৈসর্গিক নয়।

কপালকুণ্ডলার ভৈরবী মূর্ত্তি দর্শন Mecbeth এর Banquo'র Ghost দেখা Brutusএর Caesar এর ছায়ামূর্ত্তি একই প্রকারের।

কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নও abnormal Psychologyরই ফল। যে রূপ মানসিক উত্তেজনার ভিতরে কুন্দ স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহা বিশেষ অলৌকিক বলিয়া মনে হয় না। প্রথম স্বপ্নটি একটু অস্বাভাবিক হইলেও জীবনের শেষ অঙ্কে দাঁড়াইয়া সে যে স্বপ্নে মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়াছিল ইহা অস্বাভাবিক মোটেই নয়। এ স্বপ্ন তাহার সে সময়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

বঙ্কিমবাবু অনেকাংশে idealist উপন্যাসিক। আমরা দেখিব সাহিত্যিকের কাব্য-সৌন্দর্য্য, কল্পনার বিচিত্র লীলা ইত্যাদি। যখন Art for Art's Sake এই সূত্র ধরিয়া বঙ্কিমের উপন্যাস আলোচনা করিতে যাইব; তখন দেখিব বঙ্কিমের চরিত্র সৃষ্টি অনুপম। কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষা বা চরিত্রের আদর্শ খুঁজিতে গেলে হয়তো আমরা মাঝে মাঝে বঙ্কিমের মতের সহিত এক মত হইতে পারিব না। তখনই তাঁহার চরিত্র সৃষ্টি আমাদের চক্ষে অস্বাভাবিক, অলৌকিক বলিয়া মনে হইবে। যদিও একটু একটু অস্বাভাবিকতা মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু দেশ, কাল, পাত্রভেদে আমাদের মনে হয় সেই যুগে, আজ হইতে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে, বঙ্গভাষার কৈশোরে সে সব অলৌকিকতার দামও কিছু ছিল হয়ত।

রূপ ও অরূপ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী—সাহিত্য।

খাতা ভ'রে ভ'রে এতকাল ধরে কি লিখিনু ভাবি আজি
পলাশে শিমূলে ভরিয়াছি তুলে আমার এ ফুল-সাজি।
চাঁপা, বেলা, যূথী, শেফালি, মালতী, করবিকা, কাঞ্চন
এ সবার পানে তাকাতে না জানে আমার বিমূঢ় মন।

বাহিরের রূপে ভুলিলি কিরূপে রে মুগ্ধ মন মোর
অন্তরদ্বার রবে কি তোমার রুদ্ধ জীবনভোর!
ওরে ও মত্ত, রূপপ্রমত্ত ওরে ও খেয়ালী ভোলা
তোমার ক্ষণিকা রূপযবনিকা আজও কি হবে না তোলা?

রূপের আড়ালে এখনও দাঁড়ালে বৃহৎ পৃথিবী তবে
চিরকাল তোর মুগ্ধ বিভোর ঢাকা যে পড়িয়া রবে।
এসো বাহিরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া যেয়োনা অন্তরালে
থেকোনা জড়িত আজও আবরিত রূপের জটিল জালে।